নবম অধ্যায়

বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন

প্রশ্ন ▶ ১ দক্ষিণ আফ্রিকায় চাকরি করতেন তাজদিকুলের নানা। তিনি ছুটিতে বাংলাদেশে আসলে তাজদিকুল ও তার দুই বোন মিলে দক্ষিণ আফ্রিকার নানান বিষয় নিয়ে তাকে প্রশ্ন করে। এক প্রশ্নের উত্তরে নানা জানান সেখানে সাদা চামড়ার লোকরা বেশি সম্মানিত। কালো চামড়ার মানুষকে সাদা চামড়ার মানুষ অবহেলা করে। কথাগুলো শুনে তাজদিকুল ও তার বোনদের মন খুব খারাপ হলো, কারণ তারাও ছিল কালো। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. মহাত্মা গান্ধীর পিতার নাম কী ছিল? ১

খ. গায়ের রং দিয়ে কাউকে বড়-ছোট ধারণা করা ঠিক নয়— বুঝিয়ে বল। ২

গ. দক্ষিণ আফ্রিকায় তোমার পাঠ্যপুস্তকের যে ধারণার প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর কালো চামড়ার লোকই শুধু এই ধরনের অবহেলার শিকার? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহাত্মা গান্ধীর পিতার নাম করমচাঁদ গান্ধী।

খ আলোচ্য কথাটি বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনকে ইঙ্গিত করে।

বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনসমূহে অবদান রাখা যেসব মহাপুরুষের কথা আমরা জানি অর্থাৎ যেসব ব্যক্তি তাদের জীবন-যৌবন উৎসর্গ করে স্মরণীয় হয়ে আছেন তাদের মধ্যে নেলসন ম্যান্ডেলা, মহাত্মা গান্ধী, মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র, ডেসমন্ড টুটু প্রভৃতি নেতা তাদের বংশ মর্যাদা বা গায়ের রং দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং তাদের বর্ণবাদ বিরোধী মানসিকতা বিকাশের ফলে তারা স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাই গায়ের রং দিয়ে কাউকে বড় বা ছোট ভাবা ঠিক নয়।

গ দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত বর্ণবাদের ধারণার প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

সাধারণভাবে বলা হয় দৈহিক গঠন, দেহের রং, ধর্ম, বংশ পরিচয়, আবাসস্থল প্রভৃতির বিচারে মানুষকে বিভক্ত করে কাউকে উচ্চ শ্রেণির মানুষ এবং কাউকে নিম্নশ্রেণির মানুষ এভাবে শ্রেণিকরণের মাধ্যমে সামাজিক সুযোগ-সুবিধার বণ্টনে তারতম্য করাই বর্ণবাদ। বর্ণবাদের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ কঠিন হওয়ায় বিশেষজ্ঞগণ মানবজাতির প্রজাতি সংক্রান্ত সংজ্ঞায় একমত হতে পারেনি। কেননা স্থান, পরিবেশ, দৈহিক আকার, আকৃতি, মানসিক পার্থক্যগুলোর ওপর ভিত্তি করে কোনো সমাজে মানুষ উন্নততর প্রজাতি বা নিম্নতর প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করে যুগযুগ ধরে একদল অপর দলকে পদানত করছে, শোষণ করছে কিংবা নির্যাতন করছে। সুতরাং বর্ণবাদী বৈষম্য বলতে প্রজাতি, রং, বংশ, জাতীয়তা কিংবা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের কারণে যেকোনো প্রকার বিভেদ, প্রতিবন্ধকতা, বাড়তি সুযোগ প্রদান কিংবা সুযোগ অপসারণের মাধ্যমে রাজনৈতিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কিংবা জনজীবনের ক্ষেত্রে সকলের একই রকম মানবিক ও মৌলিক অধিকার বা স্বাধীনতা অস্বীকার করাকে বোঝাবে।

সুতরাং উদ্দীপকে দক্ষিণ আফ্রিকার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা আমাদের সামনে বর্ণবাদের ধারণাকেই সুস্পষ্ট করে তোলে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি কালো চামড়ার লোকই শুধু এ ধরনের অবহেলার শিকার।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় কালো চামড়ার মানুষকে সাদা চামড়ার মানুষেরা অবহেলা করে। এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য।

প্রাচীনকালে চামড়ার কালো রংকে স্রষ্টার অভিশাপের ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করে সাদা চামড়ার মানুষদের কালো চামড়ার মানুষদের ওপর শ্রেষ্ঠত্বদানের প্রবণতা লক্ষণীয়। সেকালে এডিথ স্যানডারস নামের একজন পণ্ডিত ব্যাবিলনীয় ধর্মগ্রন্থ তালমুদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, 'নোয়া- এর তিন সন্তানের মধ্যে একজন ছিলেন হাম, যিনি অভিশপ্ত। অভিশপ্ত হামের বংশধরগণই আফ্রিকান কালো মানুষ।' গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল বলেছিলেন, 'গ্রিকরা যেমন প্রকৃতিগতভাবেই স্বাধীন, তেমনি বর্বরগণ (অগ্রিকগণ) স্বাভাবিকভাবেই দাসত্বের জন্য উপযুক্ত।' এরিস্টটল অবশ্য দৈহিক রং বা জন্মের ভিত্তিতে নয়, বরং শারীরিক শক্তি ও মস্তিস্কের ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে মানবসমাজের শ্রেণিবিভাজনের কথা বলেছেন।

মধ্যযুগে এশিয়া ও ইউরোপ যখন আফ্রিকার কালো মানুষদের ধরে নিয়ে দাস ব্যবসায় করত, তখন তারা তাদের দাসত্বের জন্য তাদের নিকৃষ্ট প্রজাতির হওয়াকেই দায়ী করত। এমনকি ইবনে খালদুনের মতো মুসলিম দার্শনিকও নিগ্রোদের মানুষ বলে স্বীকৃতি দিতে চাননি। যদিও মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কোরআন কোনো রকম বর্ণবাদ কিংবা জাতিগত বৈষম্যকে প্রশ্রয় দেয়নি। মধ্যযুগে স্পেনীয়রা বিশ্বে এই মতবাদ চালু করে যে অভিজাতদের

রক্ত লাল নয়, নীল। তাদের রক্ত কালো শ্রেণির মানুষের সাথে মিশে দূষিত হয়ে যায়নি।

এসব তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, কালো চামড়ার মানুষগুলোই যুগে যুগে অবহেলার শিকার হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২ পাঁচশত একর পাহাড়ি এলাকা জুড়ে লুৎফর সাহেবের চা বাগান। সেখানে বাঙালি অফিসার ও স্থানীয় আদিবাসী মানুষ কাজ করছে বিভিন্ন শিফট অনুযায়ী চব্বিশ ঘণ্টা। লুৎফর সাহেব নিজে বাঙালি হওয়ায় কোম্পানির বাঙালি অফিসার ও শ্রমিক শ্রেণি স্থানীয় আদিবাসীদের চেয়ে বেশি সুবিধা পাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন করতে একটি কমিটি গঠন করেছেন।

◀ শিখনফল: ১

ক. কত সালে ইংরেজরা দক্ষিণ আফ্রিকায় বসতির সূচনা করে? ১

খ. দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদের উদ্ভবের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. লুৎফর সাহেব কীরূপ আইন প্রণয়ন করলে উদ্দীপকের চা বাগানে বাঙালি ও আদিবাসীদের মাঝে প্রণীত নীতিমালার ভিত্তিকে মজবুত করবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, লুৎফর সাহেবের নীতিমালা অধিক বিভেদ সৃষ্টিতে সহায়ক? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৮২০ সালে ইংরেজরা দক্ষিণ আফ্রিকায় বসতির সূচনা করে।

খ ইংরেজরা ১৮২০ সালে প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকায় তাদের বসতির সূচনা করে। ইংরেজরা এবং অন্যান্য ইউরোপীয়রা দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে পৃথক করতে যে নীতি গ্রহণ করে তার ফলেই গড়ে ওঠে বর্ণবাদ। ১৯৪৮ সালে ন্যাশনাল পার্টি দেশের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে বর্ণবাদ আফ্রিকার সরকারি নীতিতে পরিণত হয়। ১৯৫৯ সালে এ সরকার কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য পৃথক পৃথক বাস্থানের আইন পাস করে। সরকার শ্বেতাঙ্গ ও অশ্বেতাঙ্গদের নিয়ে পৃথক ভোটার তালিকা প্রস্তুত করে। এভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদের উদ্ভব ঘটে।

গ উদ্দীপকের লুৎফর সাহেব বাঙালিদেরকে সুবিধা দেওয়ার জন্য যদি বৈষম্যমূলক আইন প্রণয়ন করেন তবে বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাবি বাস্তবায়ন করা যাবে। বাঙালি মালিকপক্ষ ও ক্ষমতার জোড়ে এরূপ আইন প্রণয়ন করা হলে তা এক ধরনের বড় অন্যায় করা হবে। যেমনটি করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকার। বর্ণবাদী সরকার কৃষ্ণাঙ্গদেরকে দমন করে রাখার জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে, যা ছিল চরম বৈষম্যপূর্ণ এবং মানবতাবিরোধী। এ লক্ষ্যে মোট ৭টি আইন প্রণীত হয় যার মধ্যে প্রধান ছিল জনসংখ্যা নিবন্ধন আইন, Group Area Act, Land Act, Pass Law, Citizenship Law ইত্যাদি। এসব আইনের দ্বারা কৃষ্ণাঙ্গদেরকে সব ধরনের অধিকারের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন করা হয়। উদ্দীপকের চা বাগানের মালিক লুৎফর সাহেব যদি তার বাগানের বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাবি মেনে নিতে চান, তবে তাকেও বর্ণবাদী সরকারের মতো এরূপ পক্ষপাতমূলক ও বৈষম্যপূর্ণ আইন প্রণয়ন করতে হবে। এরূপ আইন করলেই কেবল তাদের গঠিত কমিটির দাবিকে শক্তিশালী করবে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, উদ্দীপকের লুৎফর সাহেবের নীতিমালা অধিক বিভেদ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। উদ্দীপকের চা বাগানে লুৎফর রহমান সাহেবের নিকট যে দাবি উত্থাপিত হয়েছে, সেরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলে চা বাগানে কর্মরত বাঙালি এবং আদিবাসী শ্রমিকদের মাঝে বড় ধরনের বিভক্তি দেখা দিবে। বিভেদ-বৈষম্য সৃষ্টিতে এ ধরনের নীতিমালা সহায়ক হবে। প্রতিটি মানুষের রয়েছে মৌলিক কিছু অধিকার। কেবল জন্মস্থান, ধর্ম, বর্ণ কিংবা গোত্রভেদে কাউকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। একইরূপ পরিশ্রম করে সমান মজুরি পাওয়ার অধিকার এর মধ্যে অন্যতম একটি। উদ্দীপকের চা বাগানে কাজ করা বাঙালি ও আদিবাসী শ্রমিকেরা সমান সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। এটিও তাদের একটি মৌলিক মানবাধিকার। এ অধিকার রক্ষা করার দায়িত্ব মালিকপক্ষের। কিন্তু বাগানের মালিক বাঙালি বলে সংখ্যাগুরু বাঙালি শ্রমিক তাদেরকে বেশি সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার দাবিতে যে নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি করেছে তা বাস্তবায়িত হলে সমানাধিকারের এ দাবি উপেক্ষিত হবে। এরূপ অন্যায় ও অযৌক্তিক দাবি মেনে পক্ষপাতপূর্ণ একটি নীতিমালা যদি প্রণয়ন করা হয়, তবে তা বাঙালি আদিবাসী বিভেদ সৃষ্টি করবে এবং বৈষম্য বৃদ্ধি করবে।

প্রশ্ন ▶ ৩ সারাবিশ্বে এ্যালেক্স হেইলির 'শিকড়ের সন্ধানে' উপন্যাসটি ব্যাপক আলোচিত হয়েছিল। এ উপন্যাসে তিনি আফ্রিকা মহাদেশের কালো মানুষদের করুণ বর্ণনা করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন যে, আমেরিকার সাদা মানুষেরা আফ্রিকা থেকে কালো মানুষদের দাস হিসেবে নিয়ে যেত। তিনি এ গ্রন্থে আরও উল্লেখ করেছেন যে, আমেরিকার সাদা মানুষদের আফ্রিকার কালো শিশুটি পর্যন্ত বাঘের মতো ভয় পেত। *◀ শিখনফল: ৩*

ক. Racism শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ কী? ১

খ. আফ্রিকা এবং আমেরিকায় বর্ণবাদের ধরন কীরূপ ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে তোমার পঠিত কোন বিষয়ের মিল লক্ষ্য করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উক্ত বিষয়ের দ্বারা অনেক গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল'— বিশ্লেষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Racism শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বর্ণবাদ।

খ আফ্রিকা এবং আমেরিকায় বর্ণবাদ প্রচলিত ছিল।

আফ্রিকা ও আমেরিকার উপনিবেশগুলোতে সাদা চামড়ার মানুষেরা কালো চামড়ার মানুষদের অধস্তন হিসেবে চিহ্নিত করে, আইন করে এবং আইন অনুযায়ী শোষণ করে। কালো চামড়ার মানুষরা সামাজিক মর্যাদা, ভোটাধিকার, শ্রম অধিকার, প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত

ছিল। তারা অবহেলিত ও নিষ্পেষিত হতো উচ্চ বা সাদা লোকদের দ্বারা। ফলে আফ্রিকা ও আমেরিকাতে ব্যাপকভাবে বর্ণবাদ ধারন করেছিল।

গ উদ্দীপকে আমার পঠিত বর্ণবাদের মিল লক্ষ করা যায়।

এ্যালেক্স তার উপন্যাসে আফ্রিকার কালো মানুষের করুণ পরিণতি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তার 'শিকড়ের সন্ধানে' উপন্যাসে বর্ণবাদের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। বর্ণবাদ মানব সভ্যতার ইতিহাসে কলঙ্কজনক ও করুণ অধ্যায় সংযোজন করেছে। এটি এক ধরনের ঘৃণ্য অমানবিক মূলবোধ। সাধারণভাবে, দৈহিক গঠন, দেহের রং, ধর্ম, বংশ পরিচয়, আবাসস্থল প্রভৃতির বিচারে মানুষকে বিভক্ত করে কাউকে উচ্চশ্রেণির মানুষ এবং কাউকে নিম্নশ্রেণির মানুষ হিসেবে সামাজিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের তারতম্য করাই বর্ণবাদ।

ইংরেজি Race থেকে Racism বা Racialism শব্দের উদ্ভব যার বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে বর্ণবাদ। ১৯৩০-এর দশকে অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে Racism শব্দটি প্রথম উল্লেখ করা হয় এবং সংজ্ঞায়িত করা হয় এভাবে: The theory that distinctic human characteristics and abilities are determined by race. উনিশ শতকের কতিপয় বিজ্ঞানী মানুষের কতক সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অধিকার ভোগ করার যে মাপকাঠি চিহ্নিত করেন তাই মূলত বর্ণবাদ হিসেবে চিহ্নিত। যেমন- সাদা চামড়ার মানুষ কালো চামড়ার মানুষের উপর শোষণ, নির্যাতন ও শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করে।

তবে জাতিসংঘে মানবাধিকার ঘোষণার মাধ্যমে এ বর্ণবাদ বৈষম্যের অবসান কামনা করা হয়।

ঘ উদ্দীপকের ইঙ্গিতবহ বিষয় অর্থাৎ বর্ণবাদের দ্বারা অনেক গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল।

বিশ শতকে কতিপয় দেশে বর্ণবাদী গণহত্যা বিশ্বকে স্তম্ভিত করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান নাৎসি বাহিনী একমাত্র অ্যারিয়ান ব্যতীত অন্য সকল জাতিকে 'আধা মানব' বা পশু বলে গণ্য করত। এ জন্য হিটলারের নাৎসি বাহিনী প্রায় ৬ মিলিয়ন ইহুদিকে হত্যা করে। নাৎসিরা ৩০-৪৫ মিলিয়ন স্লাভদের হত্যা করতে চেয়েছিল। হিটলারের 'Big Plan' ছিল যে ৫০ মিলিয়ন অজার্মান স্লাভকে বাধ্যতামূলকভাবে উড়াল পর্বতের অপর পাড়ে সাইবেরিয়াতে বহিষ্কার করে 'থার্ড রাইল' প্রতিষ্ঠা করবে। এছাড়া ১৯৬২ সালে মিয়ানমারে নে উইন ক্ষমতায় এসে প্রায় ৩ লক্ষ বার্মিজ ইন্ডিয়ানদের দেশত্যাগে বাধ্য করে।

তাছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অল্প পরে ১৯৬০ সালে কুখ্যাত শার্পেভিলে গণহত্যা সংঘটিত হয়। এছাড়া ১৯৮০ এর দশকে মৌরিতানিয়া হতে প্রায় ৭০,০০০ কালো আফ্রিকানদের বহিষ্কার করা হয়েছিল। এমনকি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের প্রায় ১৬৫ মিলিয়ন মানুষ দলিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত যাদের বলা হয় 'অস্পৃশ্য'।

তাই বলা যায় যে, বর্ণবাদের ইতিহাস অত্যন্ত দীর্ঘ পরিসরে বিস্তৃত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪ দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী সাবিনা বই পড়তে খুবই আগ্রহী। এবার বইমেলা থেকে সে 'A long walk to freedom' বইটি কিনেছে। বইটি পড়ে সাবিনা একজন বিখ্যাত নেতা সম্পর্কে জানতে পারে। যিনি আজীবন বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. মহাত্মা গান্ধী কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? ১

খ. বর্ণবাদের আইনগত সংজ্ঞা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সাবিনা কোন নেতা সম্পর্কে জানতে পেরেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উক্ত নেতা ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের কিংবদন্তি' মূল্যায়ন কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহাত্মা গান্ধী ১৮৬৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

খ বর্ণবাদের আইনগত সংজ্ঞা বলতে জাতিসংঘ তার Convention এ উল্লেখকৃত সংজ্ঞাকে বোঝায়।

এ সংজ্ঞায় বলা হয় 'বর্ণবাদী বৈষম্য বলতে প্রজাতি, রং, বংশ, জাতীয়তা কিংবা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের কারণে যেকোনো প্রকার বিভেদ, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, বাড়তি সুযোগ প্রদান কিংবা সুযোগ অপসারণের মাধ্যমে রাজনৈতিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ জনজীবনের যেকোনো ক্ষেত্রে সকলের একই রকম মানবিক ও মৌলিক অধিকার বা স্বাধীনতা অস্বীকারকে বোঝাবে।

গ নেলসন ম্যান্ডেলা ছিলেন আফ্রিকার সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বর্ণবাদ অবসানের অবিসংবাদিত নেতা।

তিনি দীর্ঘ জীবনে কয়েকবার কারাবরণ করেন। অবিসংবাদী আন্দোলনের জন্য তিনি সর্বপ্রথম ১৯৫৬ সালে বন্দি হন। এরপর তাকে ১৯৬৩ সালে গ্রেফতার করে রোবেন দ্বীপে স্থানান্তরিত করা হয়। ঐ বছর তিনি মুক্তি পান কিন্তু ১৯৬৪ সালে আবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে রোবেন দ্বীপের কারাগারে রাখা হয়। সখানে বসেই তিনি রচনা করেন উদ্দীপকে দেখা যায়, সাবিনা বইমেলা থেকে 'A Long Walk to Freedom'। নামক একটি বই কিনেছে। সে এই বই পড়ে একজন বর্ণবাদ বিরোধী মহান নেতার জীবনী ও ইতিহাস সম্পর্কে জেনেছে। (আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'A Long Walk to Freedom'।)

তাই বলা যায়, সাবিনা বইটি কিনে যে বিখ্যাত নেতা সম্পর্কে জেনেছে তিনি হলেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট এবং বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা।

ঘ উদ্দীপকের ইঙ্গিতবহ নেতা অর্থাৎ নেলসন ম্যান্ডেলা ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের কিংবদন্তি।

১৯৪৩ সালে ম্যান্ডেলা এন্টন লেমবেডের সাথে দেখা করেন যিনি কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকানদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন।

১৯৪৮ সালে ন্যাশনালিস্ট পার্টি ক্ষমতায় এলে তিনি ANC (African National Congress)-এর ট্রান্সভাল শাখার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। বর্ণবাদী আচরণের প্রতিবাদে আইনি লড়াই অব্যাহত রাখা এবং ANC-এর সিদ্ধান্তের কারণে তিনি ঘন ঘন গ্রেফতার হন এবং কারাবরণ করেন। তাকে ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত কারাগারে রেখে তার বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা চালায় তৎকালীন বর্ণবাদী সরকার। কিন্তু প্রমাণ করতে না পারায় তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

১৯৬১ সালে সরকারি লক্ষ্যবস্তুতে বোমাবাজির অভিযোগে তাকে ১৯৫২ সালে গ্রেফতার করা হয়। রিভোনিয়া ট্রায়ালে তাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ২৭ বছর কারাবাস শেষে ১৯৯০ সালে তিনি মুক্তিলাভ করেন। ১৯৯৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। অতঃপর তিনি একটা জাতীয় সরকার গঠন করেন। ১৯৯৯ সালে প্রথম মেয়াদের প্রেসিডেন্ট পদের দায়িত্ব পালন শেষে ম্যান্ডেলা দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচন করেন নি। দক্ষিণপন্থীরা তার সমালোচনা করলেও তিনি বর্ণবাদবিরোধী সংগ্রামের নায়ক হিসেবে নন্দিত। তার জীবন ও যৌবনের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজ দক্ষিণ আফ্রিকা বর্ণবাদমুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৫ রুহুল আমিন সাহেব কৈরা অঞ্চলের একজন সচেতন মানুষ। সমাজের অন্যায়, অবিচার, অনাচারের বিরুদ্ধে তিনি এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। তবে সাধারণ অস্ত্র নয়, ভালোবাসা ছিল তার সবচেয়ে বড় অস্ত্র। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. আফ্রিকায় বর্ণবাদের সূচনা হয় কত শতাব্দীতে?

খ. নেলসন ম্যান্ডেলার শিক্ষাজীবন ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে যে মহান নেতার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তার শিক্ষাজীবন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সাধারণ অস্ত্র নয়, ভালোবাসাই ছিল তার সবচেয়ে বড় অস্ত্র—এ উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আফ্রিকায় বর্ণবাদের সূচনা হয় ইউরোপীয় শাসনের পথ ধরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

খ নেলসন ম্যান্ডেলার শিক্ষাজীবন ছিল অসম্পূর্ণ।

নেলসন ম্যান্ডেলাকে প্রথমে প্রাসাদ সংলগ্ন গির্জায় ভর্তি করা হয়। তারপর তিনি স্থানীয় মেথডিস্ট মিশনারি স্কুলে ইংরেজি, ইতিহাস ও ভূগোলের উপর পাঠ গ্রহণ করেন। তিনি ইউনিভার্সিটি অব ফোর্ট হেয়ার এ ব্যাচেলর অব আর্টস সম্পূর্ণ করলেও ধর্মঘটে অংশ নেওয়ার অপরাধে বিনা ডিগ্রিতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন।

গ উদ্দীপকে মূলত বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনে উজ্জ্বল নক্ষত্র মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী তার শিক্ষাজীবন শুরু করে পরবন্দরের পাঠশালায়। মোহনদাসের সাত বছর বয়সে পিতা স্থানান্তরিত হয়ে সপরিবারে রাজকোটে চলে আসেন। এখানের প্রাথমিক স্কুল শেষ করে রাজকোটের তালুক বিদ্যালয়ে এবং পরে কাথিয়াবাড় উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। প্রবেশিকা পাস করে তিনি সমলদাস কলেজে কিছুদিন পড়ালেখা করেন। এ সময় উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তিনি লন্ডন যেতে আগ্রহী হয়ে উঠলে তাকে লন্ডন পাঠানো হয়। লন্ডনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে ইনার টেম্পল কলেজ থেকে ব্যারিস্টারি পাস করেন। মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা জীবন গোড়ার দিকে ছিল একটু অন্যরকম। কেননা মাত্র ১৩ বছর বয়সে তার সাথে ১৪ বছর বয়সী কস্তুরী বাঈ মাখানজির বিবাহ হয়। এটা ছিল প্রথাসিদ্ধ বাল্যবিবাহ। এর ফলে তার এক বছর স্কুল শিক্ষায় ছেদ পড়ে এবং মেট্রিকুলেশন পাস করার পর ১৮৮৮ সালে গান্ধী ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য লন্ডনে পাড়ি দেন।

ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে গান্ধী তার মায়ের নিকট শপথ করেছিলেন যে, লন্ডনে অবস্থানকালে তিনি মাংস ও মদ স্পর্শ করবেন না। উদ্দীপকে দেখা যায়, রুহুল আমিন সাহেব কৈরা অঞ্চলের একজন সচেতন মানুষ। সমাজের অন্যায়, অবিচার, অনাচারের বিরুদ্ধে তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। প্রতিবাদ করার জন্য ভালোবাসাই ছিল তার প্রধান অস্ত্র। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, নেলসন ম্যান্ডেলার চরিত্রই রুহুল আমিন সাহেবের চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ সাধারণ অস্ত্র নয়, ভালোবাসাই ছিল তার সবচেয়ে বড় অস্ত্র-এ উক্তিটি মহাত্মা গান্ধীর কর্মকাণ্ডের আলোকে যথার্থ। উদ্দীপকে রুহুল আমিনের চরিত্রে গান্ধীজির কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন ঘটেছে।

বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী ছিলেন অন্যতম ব্যক্তি। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী বর্ণবাদী বৈষম্যের শিকার হলে তিনি আফ্রিকায় অবস্থানকালে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে সামাজিক বৈষম্য, বর্ণবাদী আচরণের বিরুদ্ধে সেখানকার ভারতীয় হিন্দু-মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করে এক নতুন ধরনের আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। তিনি ভারতীয়দের অধিকার আদায়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। ১৯১৫ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি অত্যধিক ভূমিকরের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করেন। ১৯২১ সালে সর্ব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করে গান্ধী দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারী অধিকার সংরক্ষণ, সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত ঐক্যগঠন, অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে দেশব্যাপী জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অভিযান শুরু করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল স্বরাজ আদায় করা। ১৯৩০ এর দশকে তিনি ৪০০ ি.মি, দীর্ঘ লবণ অমান্য আন্দোলন (ডান্ডি লবণ মার্চ) পরিচালনা করেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তিনি ১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলন পরিচালনা করেন। তিনি অবিভক্ত ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। যে ভারতে হিন্দু-মুসলিম-শিখ-বৌদ্ধ-জৈন সকল সম্প্রদায়ের মানুষ অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে বেড়ে উঠবে। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে দিল্লি কলকাতায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হলে তিনি ভয়ানক মর্মাহত হন। উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, 'সাধারণ অস্ত্র নয় ভালোবাসাই ছিল তার সবচেয়ে বড় অস্ত্র।